লেখা : ইয়ান ফ্লেমিং

# জেমস বণ্ড

আঁকা : জন ম্যাকলাস্কি

শান্তিনীড়' । ক্যান্ডলফ্রাই শৃঙ্গের পাদদেশে কুড়ি হাজার একর বিস্তৃত জামাইকার সমৃদ্ধতম আবাদ, কর্নেল হ্যাভলকের পৈত্রিক সম্পত্তি । কর্নেল নিজেই দেখাশোনা করেন । সুদিন-দুর্দিনের ভিতর দিয়ে হ্যাভলক পরিবার এখানে তিনশো বছর কাটিয়েছে ।

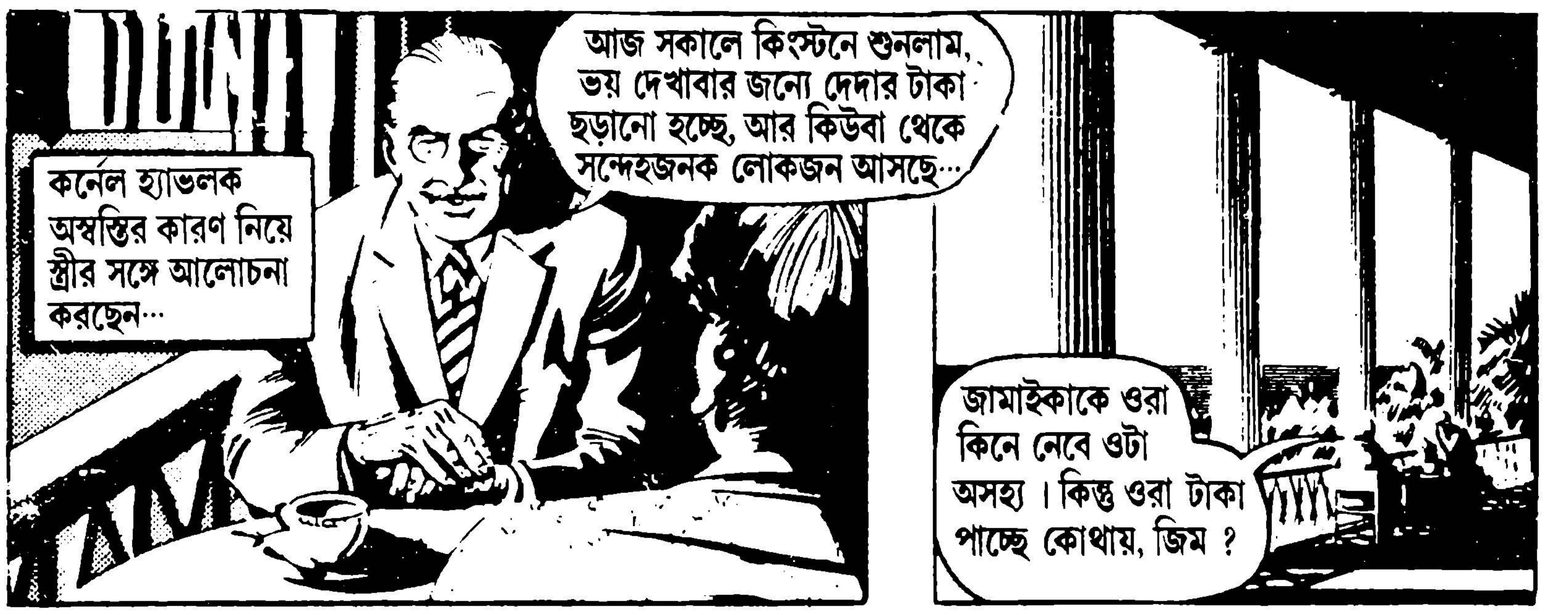

Imaginary-bengali.blogspot.in

মেজর গঞ্জালেস তাঁর আসবার কারণ বললেন…
আমি হাভানার এক প্রতিপত্তিশালী ভদ্রলোকের প্রতিনিধি। তিনি লোকও অতি চমৎকার…
তাঁকে আপনার ভাল লাগবে। তিনি আপনাকে তাঁর শ্রদ্ধা জানাতে আর আপনার সম্পত্তির দামটা জানতে আমাকে পাঠিয়েছেন।
বড় লজ্জার কথা মেজর। অকারণে এতদূর এলেন। 'শান্তিনীড়' বিক্রির প্রশ্নই ওঠে না। কখনও ওঠেনি।

কর্নেল হ্যাভলকের চরম ভয়ই সত্য হল…
আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন তিনি শুনেছেন এটাই জামাইকার সেরা আবাদ। তিনি যে-কোনও ন্যায্য দাম দিতে রাজি।
আমার আবাদ বিক্রি হবে না।
বোঝা যাচ্ছিল এই লোকটা এক মারাত্মক গুণ্ডা। কিউবাতে টিকতে পারছে না এমন কোনও ধনী গুণ্ডার হয়ে ও কাজ করছে।
আমাকে ভুল বুঝেছেন কর্নেল। আমি যে-ভদ্রলোকের কথা বলছি, তিনি এই সম্পত্তিটাই চান, আর এখানেই তিনি থাকবেন ঠিক করেছেন।

কর্নেল হ্যাভলক ঠকদের ধাপ্পায় ভুলবার লোক নন…
বলেছি এ-সম্পত্তি বিক্রি হবে না। এবার যেতে পারেন…
তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে পড়ুন—
এক মিনিট, কর্নেল…
দেখুন, সব ১০০ ডলারের নোট, সব খাঁটি। ৫ লক্ষ ডলার। তার মানে ১ লক্ষ ৮০ হাজার পাউন্ড! ভেবে দেখুন কর্নেল— রাজি?

কর্নেল এবার প্রচণ্ড রাগে গুম হয়ে গেলেন…
মনে হয় আমার কথা স্পষ্ট করে বলেছি। আমি বেঁচে থাকতে কিছুতেই এই সম্পত্তি বিক্রি হবে না।
আর অন্যের মতো আমার মার্কিন ডলারের লোভ নেই। দয়া করে চলে যান, নইলে পুলিশ ডাকব।
আচ্ছা…
সেই ভদ্রলোকের নিশ্চয় আছে, তাঁর উদার প্রস্তাবে আপনি রাজি না হলে অন্যের অন্য ব্যবস্থা নিতেই হবে

কর্নেল হ্যাভলকের গলা শুকিয়ে গেল। লোকটা নিশ্চয় ধাপ্পা দিচ্ছে…
আপনি বলছেন, আপনি বেঁচে থাকতে এই সম্পত্তি বিক্রি হবে না। এটাই আপনার শেষ কথা?
হ্যাঁ, তাই।
কর্নেল, তা হলে সেই ভদ্রলোক পরবর্তী মালিক আপনার মেয়ের সঙ্গেই কথা বলবেন।

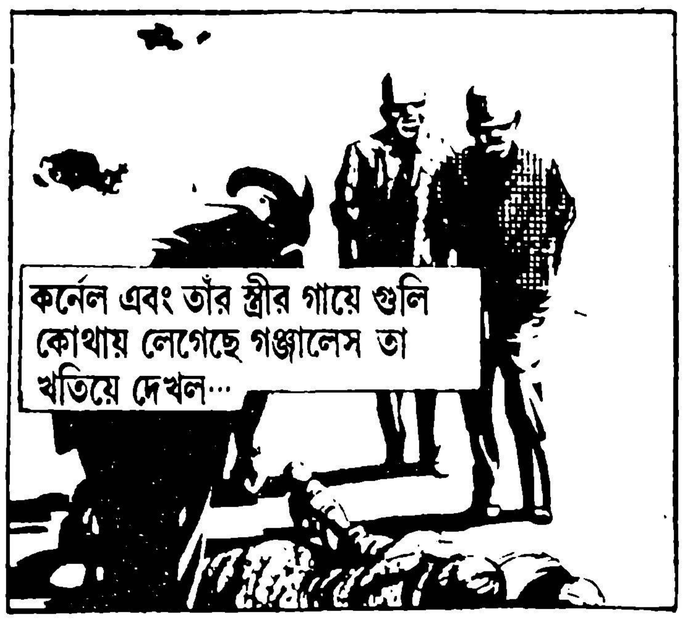

Indrajal.blogspot.in

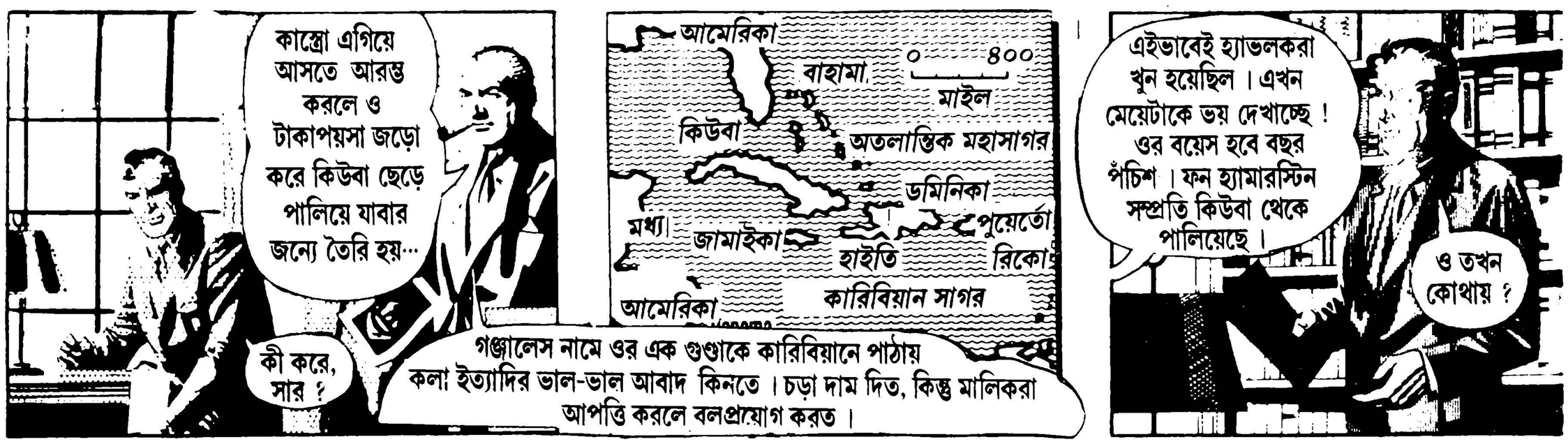
কাস্ত্রো এগিয়ে আসতে আরম্ভ করলে ও টাকাপয়সা জড়ো করে কিউবা ছেড়ে পালিয়ে যাবার জন্যে তৈরি হয়...
কী করে, সার ?
আমেরিকা
বাহামা
০ ৪০০
মাইল
কিউবা
অতলান্তিক মহাসাগর
ডমিনিকা
মধ্য
জামাইকা
পুয়ের্তো
হাইতি
রিকো
আমেরিকা
কারিবিয়ান সাগর
গঞ্জালেস নামে ওর এক গুণ্ডাকে কারিবিয়ানে পাঠায় কলা ইত্যাদির ভাল-ভাল আবাদ কিনতে। চড়া দাম দিত, কিন্তু মালিকরা আপত্তি করলে বলপ্রয়োগ করত।
এইভাবেই হ্যাভলকরা খুন হয়েছিল। এখন মেয়েটাকে ভয় দেখাচ্ছে ! ওর বয়েস হবে বছর পঁচিশ। ফন হ্যামারস্টিন সম্প্রতি কিউবা থেকে পালিয়েছে।
ও তখন কোথায় ?
হ্যাভলকদের হত্যার কিছুদিন পরেই ফন হ্যামারস্টিন কিউবা থেকে পালায়। ও আমেরিকার উত্তর ভারমন্টে, কানাডা সীমান্তের কাছে...
আমাদের বন্ধু অশ্বারোহী পুলিশরা টহলদার বিমানে সীমানা পেরিয়ে গিয়ে ওর আস্তানা দেখে এসেছে। অবশ্য ওর গায়ে ওরা হাত দিতে পারবে না। এখন কী করা যায় সে-বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।
আমি দ্বিধা করব না, সার। ওদের ফাঁসিতে ঝোলানো যাবে না। তবে হত্যা করা উচিত।
বণ্ডের দ্বিধা ছিল না। হ্যাভলকরা তাঁর কেউ নয়, তবু...
হ্যামারস্টিন দুটি অসহায় মানুষের ওপর জঙ্গলের আইন প্রয়োগ করেছে, সার...
যেহতু অন্য কোনও আইন প্রয়োগ করা যাবে না, জঙ্গলের আইনই ওদের উপহার দিতে হবে। ওদের হত্যা করতেই হবে।
ঘর তখন নিস্তব্ধ। বণ্ড ফাইলের দিকে তাকালে 'এম' সেটা তাঁর দিকে ঠেলে দিলেন। কাজটা বণ্ডকে করতে হবে তিনি জানতেন।
একান্ত গোপনীয়
'এম'-এর কাছ থেকে এসে নিজের অফিসে একা বসে বণ্ড জামাইকায় হ্যাভলক-দম্পতির হত্যার ফাইল পড়ল...
ঠাণ্ডা মাথায় খুন...
আর এই প্রাক্তন নাজি, খুনি ফন হ্যামারস্টিন কানাডার সীমান্তে ভারমন্টে বসে আছে। আচ্ছা...
কানাডা
আমেরিকা
মেইন
ভারমন্ট
নিউ হ্যাম্পশায়ার
০ ৮০
মাইল
নিউ ইয়র্ক
কেপ কড
কন
নিউ জার্সি
নিউ ইয়র্ক
অতলান্তিক মহাসাগর
লক্ষ্মীসোনা
পরশুদিন মন্ত্রিয়লের বিমানে একটা জায়গা
'এম'-এর সঙ্গে কথা হবার দু' দিন পরে বন্ড মন্ট্রিয়লের বিমানে চাপল...
সাবেক স্ট্র্যাটোক্রুজারই আমার বেশি পছন্দ...
এটা বড্ড জোরে ছোটে। গা ছড়াবার সময় দেয় না। এই যে...
আসছি, সার।
আমি অটোয়ায় কানাডার রাজকীয় অশ্বারোহীবাহিনীর সদর দফতরে যাব। ওরা আমাকে খুনি হ্যামারস্টিন সম্পর্কে সব তথ্য দেবে।

লন্ডন ছাড়বার আট ঘণ্টা পরে বন্ড ১৭ নম্বর রাস্তা ধরে মন্ট্রিয়ল থেকে অটোয়ার দিকে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল…
রাস্তার ডান দিক দিয়ে গাড়ি চালাবার কথা মনে রাখতে হবে…
গুণ্ডা হ্যামারস্টিন আর তার চেলাদের শায়েস্তা করবার আগেই দুর্ঘটনা ঘটলে দুঃখের ব্যাপার হবে ।
কানাডার রাজকীয় অশ্বারোহীবাহিনীর সদর দফতর পার্লামেন্ট ভবনের পাশে বিচার বিভাগের অধীনে ।
শক্ত করে তৈরি বাড়ি । এখানে শীত বড় ভয়ঙ্কর ।
মিঃ জেম্‌স ? আসুন সার, এদিকে আসুন ।
RCMP
সার্জেন্ট, ইনি মিঃ জেম্‌স । কর্নেলের সঙ্গে দেখা করার কথা আছে । ঠিক তো ?
চমৎকার । বসুন সার, দেরি হবে না ।
বন্ড কর্নেলের অপেক্ষায় বসে বসে অশ্বারোহী বাহিনীতে ভর্তির প্রচারপত্র পড়ছিল…
মনে হচ্ছে অশ্বারোহী বাহিনীর সৈনিকরা সহস্র গুণের আধার !
পরে…
মিঃ জেম্‌স ? আমি কর্নেল— বলা যাক—জন্‌স । কমিশনার আপনার শিকারের ব্যবস্থার দায়িত্ব আমাকে দিয়েছেন ।
বুঝতে পারছি…
আমি এখান থেকে বেরিয়ে গেলে পরস্পরকে ভুলে যাব, আর আমার জেল হলে সে-দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার ।
কর্নেল জন্‌স একটু সহজ হলেন…
দুর্ভাগ্যক্রমে কমিশনার আজ ছুটি নিয়েছেন ।
ঠিকই, এই ব্যাপারে উনি জড়িয়ে পড়ুন, আমার লণ্ডনের বন্ধুরা তা চাননি…
আমি দেখব উনি যেন অফিসে ফিরে না আসেন । তা হলে আমরা কি মিনিট-দশেক খোলাখুলি আলোচনা করে নিতে পারি ?
নিশ্চয়…
কমান্ডার বন্ড, বুঝতে পারছেন আপনি আর আমি যোগসাজসে নানারকম অপরাধ করতে চলেছি, মিথ্যা পরিচয়ে শিকারের অনুমতি, সীমান্ত আইন লঙ্ঘন এবং আরও সব গুরুতর অপরাধ…
শুনুন, এই প্রাক্তন নাজি ফন হ্যামারস্টিন, যে জামাইকায় হ্যাভলকদের খুন করিয়েছিল, এখন ইকো হ্রদ নামে একটা জায়গায় ডেরা বেঁধেছে ।
ইকো হ্রদ আমেরিকার ভারমন্টে । সীমান্তের ঠিক ওপারে, এইখানে । কমান্ডার বন্ড, আপনাকে পাঠানো হয়েছে ফন হ্যামারস্টিন আর তার খুনিবাহিনীকে নির্মূল করতে ।
বন্ডের মনে হল কর্নেল জন্‌স খুব সতর্ক আর বিচক্ষণ লোক…
আমরা আপনাকে সাহায্য করছি বেসরকারিভাবে । জানাজানি হলে আমাদের কারও কাছেই তার ফল শুভ হবে না । ঠিক আছে ?

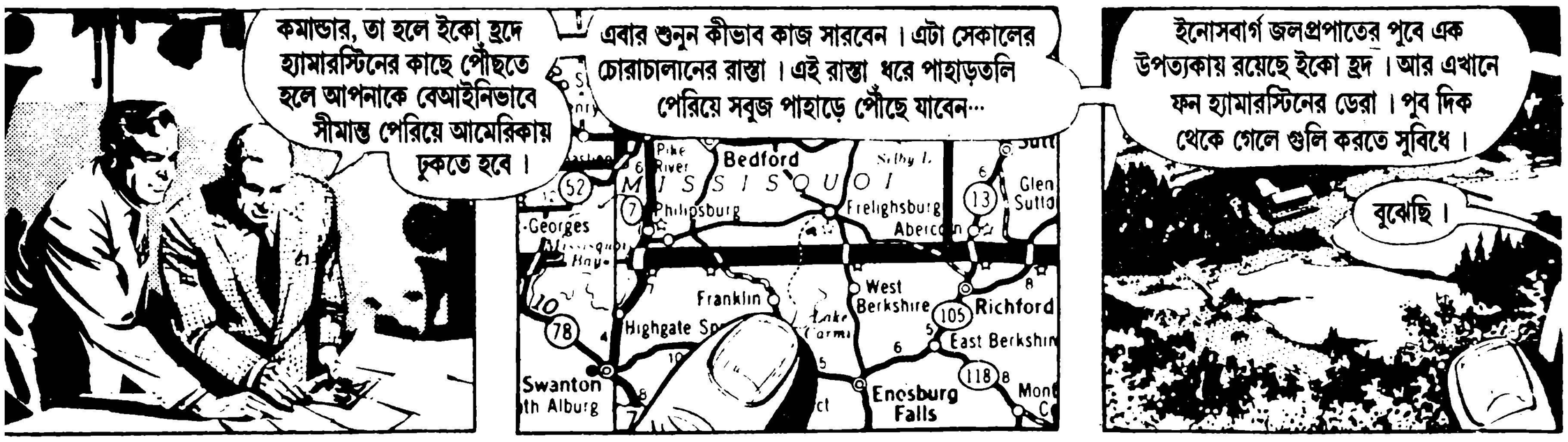

Indrajal.blogspot.in

বন্ড অশ্বারোহী বাহিনীর অফিস থেকে বেরিয়ে এল। এবার কেনাকাটা…
হ্যাঁ, সার। শিকার করতে যা-কিছু দরকার সবই এখানে পাবেন…
ভাল চামড়াও আছে। শিকার না মিললে ঘরে ফিরে বলতে পারবেন আপনি ওটা মেরেছেন!
ও যদি জানত আমি এক খুনি প্রাক্তন নাজিকে শিকার করতে যাচ্ছি, তা হলে ও কী ভাবত?
রাইফেল এবং সরঞ্জাম গাড়ির পিছনে ভরে বন্ড মন্ত্রিয়লে ফিরে চলল…
যত তাড়াতাড়ি রওনা হতে পারি ততই ভাল।
জায়গাটা ভালই মনে হচ্ছে। এখানে থাকলে কেউ প্রশ্ন করবে না—আর চলে গেলেও কেউ মনে রাখবে না।
মোটেল
ঠিক আছে, সার। তিন রাতের অগ্রিম। ১৭ নম্বর ঘর, ডান দিকে তৃতীয়।
ধন্যবাদ
পরের দিন বণ্ড সরঞ্জাম পরীক্ষা করে এবং ফন হ্যামারস্টিন আর তার খুনিদের সঙ্গে মোকাবিলার জন্যে তৈরি হতে কাটাল।
সব খাকি—চমৎকার।
যে সবুজ বনে যাচ্ছি বছরের এই সময়ে, সেখানে সবুজের চেয়ে বাদামি রং বেশি।
পরে…
তিন ভাগ বুরবঁ আর এক ভাগ কফি। আমাকে চাঙ্গা রাখবে। এবার একটু ঘুমিয়ে মাঝরাতে রওনা…
সন্ধে হলে বণ্ড ডিনার খেয়ে একটু ঘুমিয়ে নিন। পরে শেষ প্রস্তুতি শুরু করল…
গাছের মধ্যে গায়ের সাদা রং দেখা গেলে চলবে না। ওদের নিশানা অব্যর্থ বলেই ধরে নিতে হবে।
বাদামি রং
বন্ড যখন বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল, ওকে রেড ইন্ডিয়ান বলে মনে হচ্ছিল…
চমৎকার। আমি অদৃশ্য থাকব। এবার যাওয়া যাক।
মাঝরাতের ঠিক আগে বন্ড কো-জি কার কোর্ট ছেড়ে তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে চলল…
এবার শুরু…
কো-জি
মোটে
চমৎকার। এবার শহরের প্রান্তে যেতে হবে, যেখান থেকে আমেরিকার সীমান্তে ঢুকবার রাস্তা শুরু হয়েছে।
PELIGSBURG
সারারাত খোলা থাকে এমন এক গ্যারাজে লোকটি জেগে ছিল। বন্ড সেইরকমই ভেবেছিল…
শিকারে যাচ্ছেন, সার?
হ্যাঁ, দু'রাতের জন্যে।

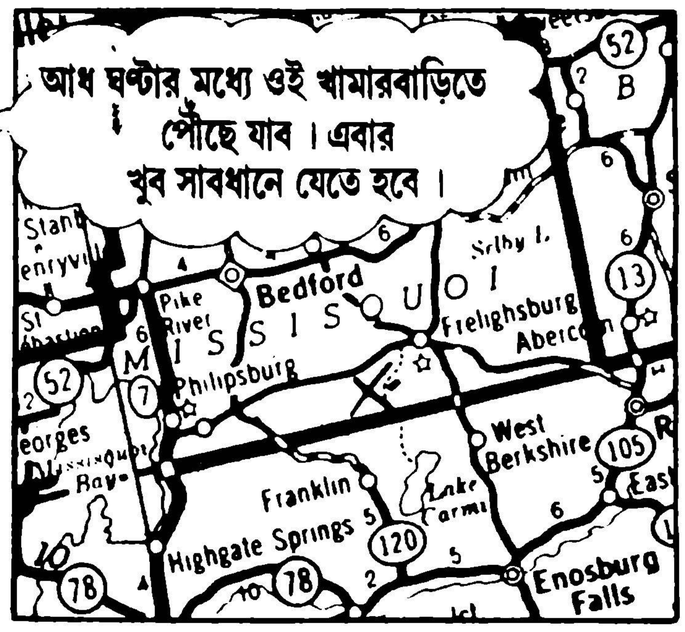

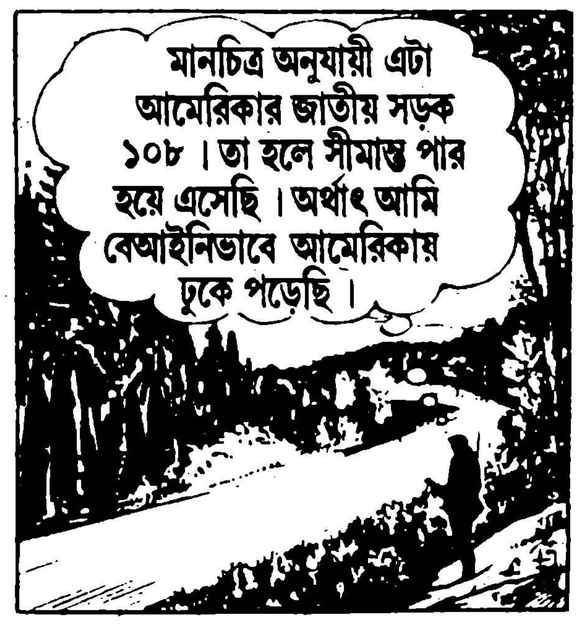

IndrajalComics.blogspot.in

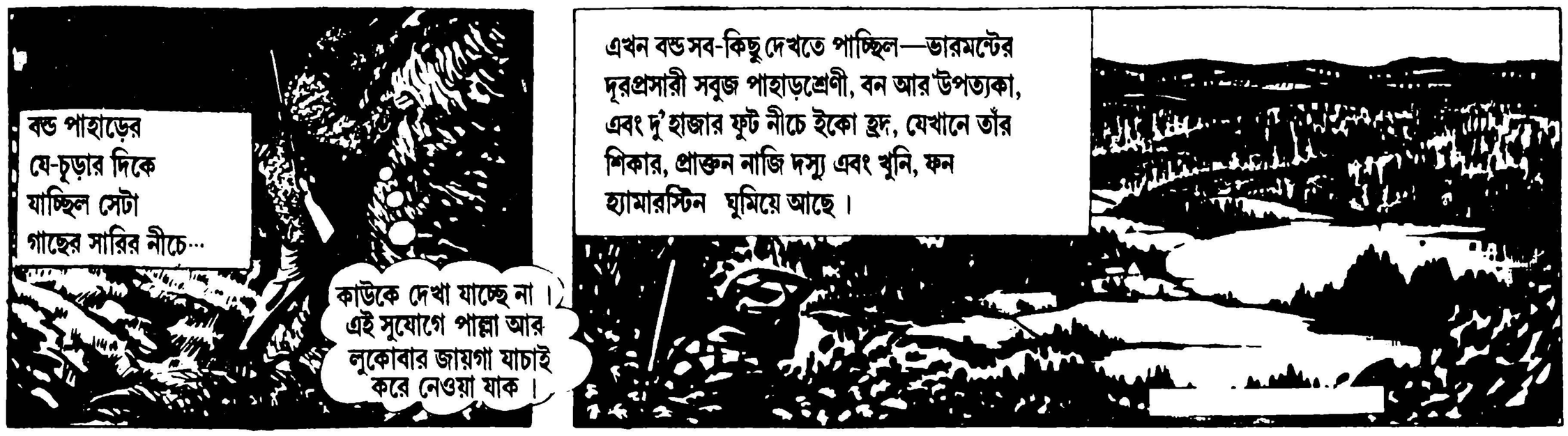

Indrajal.blogspot.in

Indrajal.blogspot.in

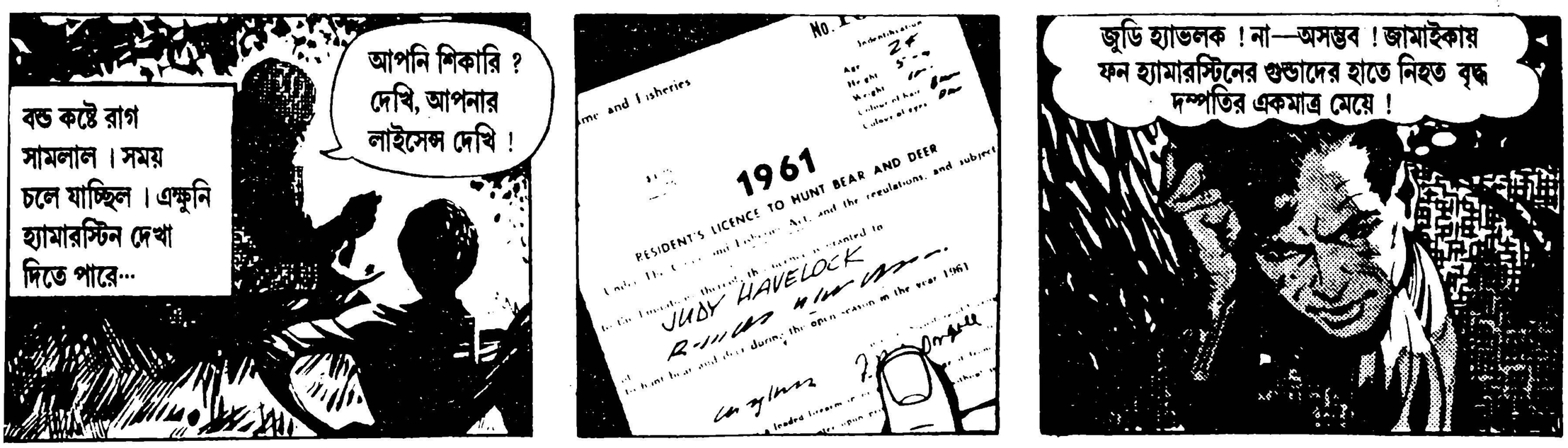

Indrajal.blogspot.in

Indrajal.blogspot.in

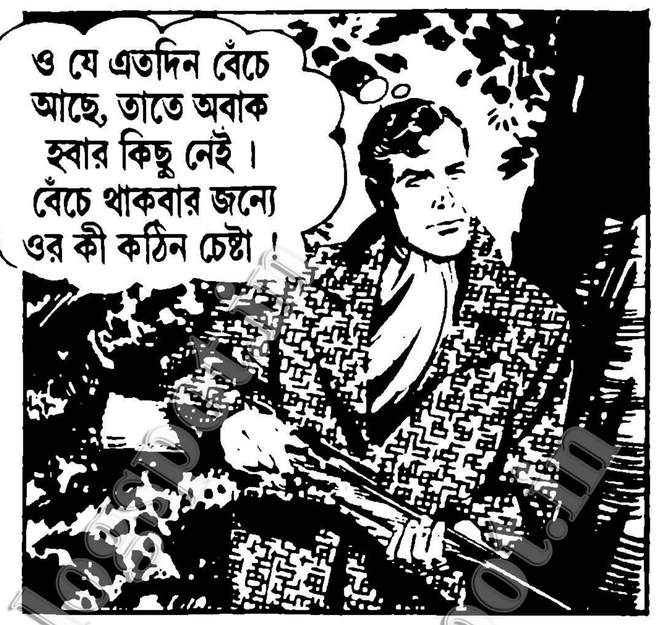

IndianBanglaBook.blogspot.in

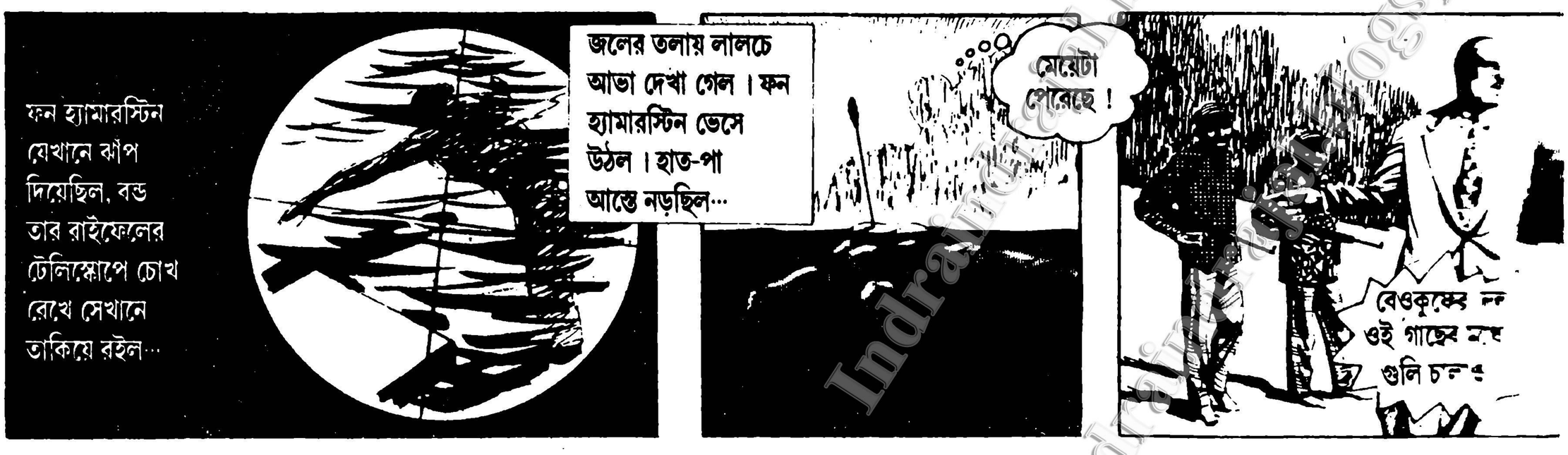


Indrajal Comics

IndrajalComics.blogspot.in

Indraindrajal.blogspot.in
Indraindrajal.blogspot.in